মেহেরপুরে মাত্র ৬জন চিকিৎসক চালাচ্ছেন করোনা ওয়ার্ড

রুপালী খাতুন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার বাসিন্দা। ১০ দিন আগে করোনা পজেটিভ হয়। পজেটিভ হওয়ার ৬দিন পর্যন্ত বাড়িতেই আইসোলেশনে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন।

শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় ভর্তি হন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে। থেমে থেমে অক্সিজেন কমে যাচ্ছে। হাসপাতালের সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্লান্ট থেকে অক্সিজেন দিয়ে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। রুপালী খাতুনের যন্ত্রণার এ কথা গুলো বলছিলেন তার ভাতিজা শাহেদ আলী। তিনি গতকাল বুধবার দুপুরে খাবার হাতে করে করোনা ওয়ার্ডের পাশে অপেক্ষা করছিলেন।

রুপালী খাতুনের মত করোনা ওয়ার্ডের রেড জোনে গতকাল দুপুর পর্যন্ত চিকিৎসাধীন ছিলেন ৫৪ জন। উপসর্গ নিয়ে হলুদ জোনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫১ জন। চারদিন হলুদ জোনে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের এমদাদুল হক। হাসপাতালে গেটে ইজিবাইকে ওঠার সময় কথা হয় তার সঙ্গে। হাসপাতালের চিকিৎসা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

গতকাল বুধবার দুপুরে প্রায় ঘন্টাখানেক হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ড, রন্ধন শালা, সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্লান্টসহ বিভিন্ন স্থান সরেজমিন পরির্দশন করা হয়। সরেজমিনে অন্য দিনগুলোর চেয়ে গতকালের চিত্রটি ছিল সহনীয়। গতকাল দুপুর পর্যন্ত হাসপাতালে কেউ মারা যায়। আগের দিন করোনা পজিটিভ হয়ে একজন এবং উপসর্গে ২ জন মারা গিয়েছিলেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ১০০ বেডর বিপরীতে চিকিৎসক দরকার ৪২ জন সেখানে রয়েছেন ২৪ জন। ৪র্থ শ্রেণীর জনবল ৪৩ জনের বিপরীতে রয়েছেন ১৬ জন। এদের মধ্যে ৭জন চিকিৎসক করোনা ওয়ার্ডের দায়িত্বে রয়েছেন। ৭জনের মধ্যে একজন করোনা আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশনে রয়েছেন।

হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডের ইনচার্জ সিনিয়র নার্স রিপনা খাতুন জানান, অন্যদিনের তুলনায় আজকের চিত্র মোটামুটি ভালো। গত ৩০ জুন থেকে গতকাল পর্যন্ত করোনা পজিটিভ হয়ে ভর্তি হয়েছেন ১২২ জন। মারা গেছেন ৮ জন। আজ চারজন গুরতর অবস্থায় রয়েছেন।

হাসপাতালের আরএমও মোখলেসুর রহমান জানান, বর্তমানে যারা পজিটিভ হয়ে রেড জোনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের মধ্যে চারজন গুরতর রয়েছেন। তবে করোনা রোগীরা দ্রুত অবস্থা করে ফলে সবসময় অতিরিক্ত নজরে রাখতে হচ্ছে।

বর্তমানে যে ভ্যারিয়েন্টে সংক্রমিত হচ্ছে এটা খুব বিপদজনক। তিনি আরো জানান, ৭জন চিকিৎসক করোনা ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাদের মধ্যে একজন করোনা আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশনে রয়েছেন। ফলে ৬জনকে দিয়ে করোনা ওয়ার্ড চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম জানান, খুব ভয়ানক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এ এক কঠিন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে সকলের সহযোগীতা চাই। মেহেরপুরে বর্তমানে অ্যান্টিজেন টেস্ট ও জিন এক্সপার্ট রিপোর্ট হচ্ছে। আরটি পিসিআর ল্যাব না থাকায় কুষ্টিয়ায় জট লেগে যাচ্ছে। সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে মেহেরপুরেও আরটিপিসিআর ল্যাব স্থাপন করা প্রয়োজন হয়ে দাড়িয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় বিনামূল্যে অক্সিজেন সেবার কার্যক্রম উদ্বোধন

সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গাতেও মহামারী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। হাসপাতালে উপচেপড়া ভীড়। আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ায় বেশীরভাগ রোগী বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছে। শ্বাসকষ্ট হলে তাৎক্ষণিক বিনামূল্যে অক্সিজেন সেবা পেতে নীচে দেয়া নাম্বারে কল করুন। করোনা ভাইরাস মহামারীতে ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে অক্সিজেন সেবার উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে জেলা যুবলীগের সদস্য শরীফ হোসেন দুদুর সার্বিক সহযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা শহরের নতুন বাজারে অবস্থিত যুবলীগের অফিসে

এ সেবার উদ্বোধন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাঈম হাসান সজলের সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন ডাঃ আফসার উদ্দীন কলেজের অধ্যক্ষ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য মাহাবুবুর রহমান সেলিম, জেলা যুবলীগের সদস্য অ্যাড.তসলিম উদ্দীন ফিরোজ, জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জাকির হুছাইন জ্যাকি, সদর থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সুমন রেজা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য আব্দুস সামাদ, খায়রুল, আলম, কালাম, ছাত্রলীগ নেতা হৃদয়, ফিরোজ আলম, ইমরোজ, রাজন খালেকসহ যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ।

যারা এ কাজে নিয়োজিত আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন উপকার ভোগীরা।

বিনামূল্যে অক্সিজেন সেবা পেতে প্রয়োজনে যোগাযোগ- শরিফ হোসেন দুদু (০১৭১২৫৩৫৩৪২) সুমন রেজা (০১৭১২৬৯৯৭৪৫) নাঈম পারভেজ সজল (০১৯৪২২৪০০২৪) জাকির হুছাইন জ্যাকি (০১৭১০০৩৫২২২)

কুষ্টিয়ায় লকডাউন অমান্য করায় ৫৪ জনকে জরিমানা

দুই সপ্তাহব্যাপী ঘোষিত লকডাউনে বুধবার সরকারি বিধি-নিষেধ অমান্য করায় কুষ্টিয়ায় ৫৪জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার দিনব্যাপী জেলার ছয়টি উপজেলায় পৃথক পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এই অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

করোনা সংক্রমণ রোধে সারাদেশে ১ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই দুই সপ্তাহ কঠোর লকডাউনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। লকডাউন কার্যকর করতে বুধবার জেলার সকল উপজেলায় আলাদা আলাদা ভ্রাম্যমাণ আদালতের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়। কিন্তু সরকারি বিধিনিষেধ উপক্ষো করে দোকান-পাট খোলা, অযথা ঘোরাফেরা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানায় পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়।

অভিযানে স্ব-স্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএ্নও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রে, সহকারী কমিশনার (ভুমি) ৩৩ টি মামলায় ৩৬ হাজার ২শ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন। কুষ্টিয়ার স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃণাল কান্তি দে বলেন, দিনব্যাপী অভিয়ান পরিচালনা করে জেলা ছয়টি উপজেলায় ৫৪জনকে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মুল) আইন, ২০১৮ (দন্ডবিধি,১৮৬০) বিধি মোতাবেক ৩৬ হাজার ২শ টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তিনি আরও জানান, লকডাউন কার্যকর ও জনসাধারণকে সচেতন করতে সকল উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলায় মাইকিং করা হয়েছে। পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মাঠে রয়েছে। যারা সরকার ঘোষিত নির্দেশনা অমান্য করবে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লকডাউন বাস্তবায়নে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নের কুষ্টিয়ায় সর্বাত্মক লকডাউন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বরাবরের মতই কঠোর ভুমিকায় মাঠেই আছে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ। করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত দেশব্যাপী সর্বাত্বক লকডাউন বাস্তবায়নে জেলা পুলিশ কুষ্টিয়ার আয়োজনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জনসচেতনতার জন্য বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার সজ্জিত গাড়ীবহর এবং সুসজ্জিত বাদকদলসহ এক শোভাযাত্রা কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্স হইতে বিভিন্ন এলাকায় প্রদক্ষিণ করে। এসময় জেলা পুলিশের বাদক দলের বাদ্যের তালে তালে করোনা সচেতনতামুলক অডিও প্রচার করা হয়।

এ শোভাযাত্রার উদ্দেশ্য শুধুই জনগনকে অদৃশ্যশক্তি মরণঘাতি করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা। সামনে থেকে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে জন্মযোদ্ধা বাংলাদেশ পুলিশ তথা জেলা পুলিশ কুষ্টিয়া

এবং ঘরে অবস্থান করে এই যুদ্ধে অংশ করবে জনগণ। পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া মহোদয় লকডাউন বাস্তবায়নের জন্য সুশীল সমাজসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দের গুরুত্বপূর্ন ভুমিকার কথা উল্রেখ করেন। বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালীণ সবাইকে সরকার কর্তৃক আরোপিত বিধি নিষেধ প্রতিপালন পূর্বক পুলিশকে সাহায্য করার জন্য আহবান জানান।

এদিকে কুষ্টিয়া জেলার সাত থানার সীমান্তবর্তী ও শহরের চেকপোস্টে কঠোর ভাবে পুলিশি নজরদারী থাকায় আন্তঃজেলা ও আভ্যন্তরীণ সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম বলেন, সারাদেশে মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমন প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরার বিকল্প নেই। সবাই সচেতন হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরুন। অকারনে বাইরে ঘোরাফেরা না করে সবাই নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করে মহামারি করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যান। ঘরে থাকুন নিজে নিরাপদ থাকুন এবং আপনার পরিবারকে নিরাপদ রাখুন।চলমান লকডাউন ব্যক্তি সার্থে নয়, জনগনের কল্যাণের জন্য।সারাদেশে মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মহামারি করোনা ভাইরাসের সংক্রমন প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরার বিকল্প নেই।সবাই সচেতন হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরুন।অকারনে বাইরে ঘোরাফেরা না করে সবাই নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করে মহামারি করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যান।সবাই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে এই অদৃশ্য শক্তির মোকাবেলা করতে হবে।

চলমান পরিস্থিতিতে কেহ বিধি-নিষেধ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে পুলিশ সুপার মহোদয় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এ লকডাইন বাস্তবায়ন শোভাযাত্রায় আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অপরাধ), জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন খাঁন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জেলা বিশেষ শাখা), জনাব মোঃ রাজিবুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর),জনাব আতিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), বিভিন্ন থানার অফিসার ইনচার্জ, কুষ্টিয়া ট্রাফিক শাখা, কুষ্টিয়াসহ জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ফোর্সগণ।

[redacted]

[redacted]

কুষ্টিয়ায় ২৪ ঘণ্টায় করোনা- উপসর্গে ১৭ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এবং নতুন করে ২৩৪ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে তাদের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১০ জন ও উপসর্গ নিয়ে ৭ জন মারা গেছেন।

বুধবার সকাল ১০ টায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ২৫০ বেডের করোনা ডেডিকেটেড এই হাসপাতালটিতে এখন শয্যার চেয়ে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি। করোনা আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ২৭৭ রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাই ১৮৭ জন। উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছেন আরও ৯০ জন।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. তাপস কুমার সরকার জানান, শয্যা না থাকায় এখন রোগীদের মেঝেতে ও করিডোরে রাখতে হচ্ছে। প্রতিদিনই হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। রোগীর চাপ যেভাবে বাড়ছে তাতে সেবা দেয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বলে। এদিকে, কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ৮০১টি নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে নতুন করে ২৩৪ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। শনাক্তের হার ২৯ দশমিক ২১ ভাগ।

এ নিয়ে জেলায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৯ হাজার ৪৩২ জনে। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ৩০ জন। মৃতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৫ জনে। নতুন করে শনাক্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদরের ৯৬ জন, দৌলতপুরের ৪৭ জন, কুমারখালীর ৩৯ জন, ভেড়ামারার ১৭ জন, মিরপুরের ১৬ জন ও খোকসার ১৯ জন।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে পিতা-পুত্রের মৃত্যূ

কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে পিতা-পুত্রের মৃত্যূ হয়েছে। বুধবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত চার ঘন্টার ব্যবধানে তাদের এ মর্মান্তিক মৃত্য হয়। কুষ্টিয়া বড় বাজারের ব্যবসায়ী ও শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা হাজী আব্দুল আজিজ (৮৫) ও তার ছেলে মতিয়ার রহমান (৫২)।

জানা যায়, কুষ্টিয়া বড় বাজারের ব্যবসায়ী হাজী আব্দুল আজিজ কয়েকদিন আগে করোনা আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার দুপুর সোয়া ১ টার দিকে মারা যান। এদিকে শহরের বেসরকারী ক্লিনিক তোফাজ্জুল হেলথ সেন্টারে চিকিৎসাধীন ওই ব্যবসায়ীর মেজো ছেলে করোনা আক্রান্ত মতিয়ার রহমান একই দিন বিকাল ৫ টার দিকে মারা যান। ক্লিনিকে চিকিৎসার এক পর্যায়ে মতিয়ার রহমান করোনা নেগেটিভ হলেও হঠাৎ শারিরিক অবনতিতে তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় পরিবারসহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। উল্লেখ্য, গত এক সপ্তাহে কুষ্টিয়াতে করোনায় মারা গেছে ৮৮ জন। এছাড়া জেলায় এ পর্যন্ত মারা গেছে ২৯২ জন। করোনার ভয়াল তান্ডবে কুষ্টিয়ায় জেলায় যেন থামছে না মৃত্যূ মিছিল।

ময়মনসিংহের ত্রিশালে লকডাউন সফল করতে কঠোর অবস্থানে প্রশাসন

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে শুরু হয়েছে কঠোর লকডাউন। জনস্বার্থে সরকার ঘোষিত লকডাউন কার্যকরে ময়মনসিংহের ত্রিশালে কঠোর অবস্থানে প্রশাসন। বুধবারে জনসচেতনতায় প্রশাসনের ব্যাপক

তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। লকডাউন শতভাগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাঠে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও উপজেলা প্রশাসন।

যানবাহন ও সাধারণ মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য সড়কে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনীকেও টহল দিতে দেখা গেছে। এসময় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে, স্বাস্থ্যবিধি না মানায় ও সরকারি আদেশ অমান্য করার অপরাধে অনেককেই সতর্ক করেছে প্রশাসন। সেইসাথে লকডাউনে ঘর থেকে বের না হওয়াসহ সরকারি নির্দেশনা হ্যান্ড মাইকে প্রচার করা হয়েছে। কঠোর লকডাউনের বুধবার সরকার নির্ধারিত লকডাউন মানাতে এসব কাজ করেন প্রশাসন।

ত্রিশালে বুধবার লকডাউন নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: মোস্তাফিজুর রহমান ত্রিশাল থানার পুলিশের নেতৃত্বে প্রশাসন মাঠে নামে। সকাল থেকে তারা ত্রিশাল বাসস্ট্যান্ড, থানা রোড, ও গরুহাটা মোড় এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে খোলা দোকান বন্ধ করে দেন এবং স্বাস্থ্যবিধি রক্ষা করে বেচা কেনার জন্য বিভিন্ন ঔষধের ও নিত্যপ্রয়োজনিয় পণ্যের ব্যবসায়ীদের বলেন। এসময় তারা লকডাউন নিশ্চিতে সরকারী আদেশ ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালান। সেই সাথে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি ও সরকারী আদেশ মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য কয়েকজনকে সর্তক করা হয়। এসময় সহযোগিতা করেন থানা পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ।

ত্রিশাল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতার কোন বিকল্প নেই। তবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে লকডাউনে মানুষ সরকারী আদেশ ও স্বাস্থ্যবিধি না মানলে এবং মাস্ক না পড়লে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা বাড়ানোসহ আরও কঠোর ব্যাবস্থা নেয়া হবে।লকডাউন বাস্তবায়নে কোন ছাড় দেওয়া হবে না।

আলমডাঙ্গার নবাগত ইউএনওর সাথে

সৌজন্য সাক্ষাৎ বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দের

নবাগত উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দ। বুধবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে নির্বাহি কর্মকর্তার অফিসে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল লতিফ, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন।

সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীক সমিতির নেতৃবৃন্দকে বলেন, বৈশ্বিক মহামারি করোনা সংক্রমণ সারাদেশের ন্যায় আলমডাঙ্গায় ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে সকলকে সচেতন হতে হবে। ব্যবসায়ীরা চলমান লকডাউনের পরে সামাজিক দুরত্ব রেখে ব্যবসা পরিচালনার আহবান জানান।

কালীগঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর অনুদান নিলেন কোটিপতি ২ ব্যবসায়ী!

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে কোটিপতি দুই ব্যবসায়ী নিয়েছেন করোনাকালীন সরকারি প্রণোদনার ৫০০ টাকা ও ১০ কেজি করে চাল। গত ৪ জুলাই কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের নবনির্মিত অডিটোরিয়ামে তারা এ অনুদান গ্রহণ করেন। সরকারি অনুদান নেওয়া দুই ব্যবসায়ী হলেন- শহরের কাঁচামাল হাট এলাকার রাজ এন্টারপ্রাইজের মালিক রাজু দাস ও থানাপাড়া পূজামণ্ডপ এলাকার নিলয় জুয়েলার্সের মালিক খোকন সরকার।

জানা গেছে, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের সদস্যদের সরকারি প্রণোদনা প্রদানের জন্য তালিকা চাওয়া হয়। যাত্রাশিল্পীদের এ নাম প্রদান

কালীগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ হেল-আল-মাসুম জানান, এ প্রণোদনা জিআর থেকে প্রদান করা হয়েছে। ইউএনও সুবর্ণা রাণী সাহা বুধবার চার্জ হস্তান্তর করেছেন। নতুন ইউএনও যোগদান করেছেন। এর বেশি আর কিছু জানাতে পারেননি তিনি।